২৭তম বিসিএস: WIPO কী?

- World Intellectual Property Organization, জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, জেনেভায়।
- কাজ: পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইটের মতো মেধাসম্পদ সুরক্ষা; প্রতি বছর বিশ্ব উদ্ভাবন সূচক (Global Innovation Index) প্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, ধারা ৫৭ ও ৬৩; ITU-র সংবিধান; শিকাগো কনভেনশন (১৯৪৪); WIPO কনভেনশন (১৯৬৭); IAEA-র সংবিধি।

অনুচ্ছেদ ৯

তহবিল, কর্মসূচি, দপ্তর ও আঞ্চলিক কমিশন

UN Funds, Programmes, Offices and Regional Commissions

> আগস্ট ২০১৭, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারের সীমান্ত পেরিয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। এত মানুষের জায়গা, খাবার আর নিরাপত্তার বিশাল বোঝা পড়ে বাংলাদেশের ঘাড়ে, তবে আশ্রয় দেওয়ায় বিশ্বের চোখে দেশটি পায় নৈতিক শক্তি। শিবিরে পরিবারগুলোর নিবন্ধন করে বাংলাদেশ সরকার আর UNHCR, আর খাবার জোগায় WFP।

তহবিল ও কর্মসূচি (Funds and Programmes): সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে গড়া জাতিসংঘের নিজস্ব সংস্থা, যা চলে মূলত সদস্য দেশের স্বেচ্ছা-চাঁদায়। এদের প্রধানকে মহাসচিব নিয়োগ দেন, সাধারণ পরিষদ অনুমোদন করে।

সহজ কথায়, এরা জাতিসংঘের নিজের হাতে গড়া সংস্থা, আলাদা চুক্তির স্বাধীন সংস্থা নয় (বিশেষায়িত সংস্থার অনুচ্ছেদ দেখুন, পৃ. ১৯)।

৯.১ মানুষের পাশে: শরণার্থী আর শিশু

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে লাখ লাখ মানুষ ঘরছাড়া, অনেক শিশু খাবারহীন। এই দুই সংকট সামলাতেই জাতিসংঘের প্রথম দিকের দুটি সংস্থা গড়া হয়। শিশুদের জরুরি সাহায্যে ১৯৪৬ সালে UNICEF, আর ঘরছাড়া মানুষের সুরক্ষায় ১৯৫০ সালে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (UNHCR)। সংকট থামেনি বলে দুটিই স্থায়ী হয়ে গেছে, আর আজ বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের পাশে আছে দুটিই।

- UNHCR-এর সদর দপ্তর **জেনেভায়** [৩৮ প্রিলি]।
- রোহিঙ্গা প্রশ্নে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে জাতিসংঘের যে সংস্থা কাজ করছে, সেটি **UNHCR** [৪৮ প্রিলি]। কক্সবাজারে নিবন্ধন, সুরক্ষা আর ত্রাণ সমন্বয়ে সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করে।
- বিশ্ব শরণার্থী দিবস **২০ জুন** [৪৬ প্রিলি]।
- বাংলাদেশ শরণার্থী মর্যাদা বিষয়ক ১৯৫১ সালের কনভেনশনের পক্ষ নয়, তবু রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে।
- UNICEF-এর নির্বাহী পরিচালক জেমস পি. গ্রান্ট (১৯৮০-১৯৯৫) হিসাব দেন, প্রতিরোধযোগ্য রোগে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় **80,000** শিশু মারা যায় [১২ প্রিলি]। তাঁর "শিশু বাঁচাও বিপ্লবে" জোর ছিল টিকা আর খাবার স্যালাইনে।
- IOM ২০১৬ সালে জাতিসংঘের "সম্পর্কিত সংস্থা" হয়। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য আলাদা সংস্থা UNRWA (ফিলিস্তিন অধ্যায় দেখুন)।

পরীক্ষায় যা এসেছে

রোহিঙ্গা প্রশ্নে কাজ করছে
UNHCR
[৪৮ প্রিলি] → পৃ. ২৬

UNOPS-এর পূর্ণরূপ
United Nations Office for Project Services
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ২৭

UNODC-র কার্যালয়
ভিয়েনা
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ২৬

বিশ্ব শরণার্থী দিবস
২০ জুন
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ২৬

বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন
UNCTAD
[৪১ প্রিলি] → পৃ. ২৭

UNHCR-এর সদর দপ্তর
জেনেভা
[৩৮ ও ২৬ প্রিলি] → পৃ. ২৬

ESCAP-এর সদর দপ্তর
ব্যাংকক
[২৯ প্রিলি] → পৃ. ২৭

ECA-র সদর দপ্তর
আদ্দিস আবাবা
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ২৭

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়
টোকিও
[১৫ প্রিলি] → পৃ. ২৭

কারিগরি ও প্রাক-বিনিয়োগ সহযোগিতার বড় মাধ্যম
UNDP
[১৪ ও ১৩ প্রিলি] → পৃ. ২৭

International Institute on Ageing
ভ্যালেট্টা
[১৩ প্রিলি] → পৃ. ২৭

৯.২ উন্নয়ন, জনসংখ্যা, পরিবেশ

ষাটের দশকে উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়া বহু দেশের দরকার ছিল দক্ষতা আর কারিগরি সাহায্য। তাই ১৯৬৫ সালে আগের দুটি কর্মসূচি মিলিয়ে গড়া হয় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), যা আজ জাতিসংঘের উন্নয়ন-কাজের কেন্দ্র। এর পরে আসে জনসংখ্যার সংস্থা UNFPA (১৯৬৯), আর ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনের পরে পরিবেশের সংস্থা UNEP।

- জাতিসংঘের বহুমুখী কারিগরি ও প্রাক-বিনিয়োগ সহযোগিতার সবচেয়ে বড় মাধ্যম **UNDP** [১৪ প্রিলি]।
- কারিগরি সহায়তার নানা তহবিল ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ও করে **UNDP** [১৩ প্রিলি]।
- মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) প্রকাশ করে UNDP, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে (১৯৯০ থেকে)।
- জনসংখ্যা আর প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA); প্রতি বছর "বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি" প্রতিবেদন দেয়।
- UNEP-র সদর দপ্তর কেনিয়ার নাইরোবিতে; ইউএন-হ্যাবিট্যাটও সেখানে।

দিনে প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু (জেমস গ্রান্ট)
80,000
[১২ প্রিলি] → পৃ. ২৬

মনে রাখুন

- শান্তিতে নোবেল: UNICEF ১৯৬৫, WFP ২০২০, আর UNHCR দুবার, ১৯৫৪ ও ১৯৮১ সালে।
- দিবস: ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, ২৬ জুন মাদকবিরোধী দিবস।
- উন্নয়নশীল দেশে জাতিসংঘের প্রথম সদর দপ্তর UNEP-এর, নাইরোবিতে।
- রোমের তিন খাদ্য-সংস্থার মধ্যে WFP তহবিল-কর্মসূচি; FAO আর IFAD বিশেষায়িত সংস্থা।

কেন হয়: বিশেষায়িত সংস্থার আছে নিজস্ব চুক্তি আর সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা। তহবিল ও কর্মসূচি সাধারণ পরিষদের তৈরি, চলে দেশগুলোর স্বেচ্ছা-চাঁদায়। তাই দাতা দেশ চাঁদা কমালে এদের কাজও সরাসরি কমে যায়।

৯.৩ বাণিজ্য, অপরাধ, প্রকল্প, গবেষণা

উন্নয়নশীল দেশগুলো বলছিল, শুধু সাহায্য নয়, বিশ্ববাণিজ্যে ন্যায্য সুযোগও চাই। সেই দাবিতে ১৯৬৪ সালে জেনেভায় প্রথম সম্মেলন বসে, আর সেটিই স্থায়ী সংস্থা UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) হয়ে যায়। পরে মাদক আর সংঘবদ্ধ অপরাধ, প্রকল্প বাস্তবায়ন আর গবেষণার জন্যও আলাদা দপ্তর গড়া হয়।

- UNCTAD-এর সদর দপ্তর **জেনেভায়** [২৬ প্রিলি]।
- প্রতি বছর বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন (World Investment Report) প্রকাশ করে **UNCTAD** [৪১ প্রিলি]।
- জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের (UNODC) প্রধান কার্যালয় **ভিয়েনায়** [৪৬ প্রিলি]। এটি বিশ্ব মাদক প্রতিবেদন প্রকাশ করে, দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সচিবালয়ও এটি।
- UNOPS-এর পূর্ণরূপ **United Nations Office for Project Services** [৪৭ প্রিলি]; দপ্তর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে, কাজ অবকাঠামো, কেনাকাটা আর প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের (UNU) কেন্দ্র জাপানের **টোকিওতে** [১৫ প্রিলি]।
- জাতিসংঘের সহায়তায় বার্ধক্য বিষয়ে International Institute on Ageing প্রতিষ্ঠিত হয় মাল্টার **ভ্যালেট্টায়** [১৩ প্রিলি]।

৯.৪ আঞ্চলিক কমিশন

একেক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা একেক রকম, তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে পাঁচ অঞ্চলের জন্য পাঁচটি কমিশন আছে। বাংলাদেশ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কমিশন ESCAP-এর সদস্য।

- ESCAP-এর সদর দপ্তর থাইল্যান্ডের **ব্যাংককে** [২৯ প্রিলি]।
- আফ্রিকার অর্থনৈতিক কমিশনের (ECA) সদর দপ্তর ইথিওপিয়ার **আদ্দিস আবাবায়** [২৪ প্রিলি]।
- বাকি তিনটি: ইউরোপ (ECE, জেনেভা), লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় (ECLAC, সান্তিয়াগো), পশ্চিম এশিয়া (ESCWA, বৈরুত)।

তহবিল ও কর্মসূচি: কবে, কোথায়, কী কাজ

সংস্থা	প্রতিষ্ঠা	সদর দপ্তর	কাজ
UNICEF	১৯৪৬	নিউইয়র্ক	শিশু
UNHCR	১৯৫০	জেনেভা	শরণার্থী
WFP	১৯৬১	রোম	খাদ্য-সহায়তা
UNCTAD	১৯৬৪	জেনেভা	বাণিজ্য ও উন্নয়ন
UNDP	১৯৬৫	নিউইয়র্ক	উন্নয়ন
UNFPA	১৯৬৯	নিউইয়র্ক	জনসংখ্যা
UNEP	১৯৭২	নাইরোবি	পরিবেশ
UNU	১৯৭৩	টোকিও	গবেষণা
UNOPS	১৯৭৩	কোপেনহেগেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন
UNODC	১৯৯৭	ভিয়েনা	মাদক ও অপরাধ
UN Women	২০১০	নিউইয়র্ক	নারী-পুরুষ সমতা

নিউইয়র্ক	জেনেভা	অন্য শহর
UNDP, UNICEF, UNFPA, ইউএন উইমেন	UNHCR, UNCTAD, IOM, ECE	নাইরোবি: UNEP, ইউএন-হ্যাবিট্যাট। রোম: WFP। ভিয়েনা: UNODC। কোপেনহেগেন: UNOPS। টোকিও: UNU। ব্যাংকক: ESCAP।

পরীক্ষার ফাঁদ

সংস্থা	সদর দপ্তর
জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (UNHCR)	**জেনেভা**
জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF)	**নিউইয়র্ক**
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)	**নাইরোবি**
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP)	**ব্যাংকক**

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) আর WTO দুটোই জেনেভায় হলেও আলাদা সংস্থা; আর ম্যানিলায় যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, সেটি জাতিসংঘের নয়।

মনে রাখার সাল

১৯৫১	UNHCR-এর কাজ শুরু (১ জানুয়ারি)
১৯৫৩	UNICEF স্থায়ী সংস্থা হয়
১৯৭৪	ECAFE-র নাম বদলে ESCAP
১৯৮৮	International Institute on Ageing
১৯৯০	প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন
১৯৯৫	UNOPS আলাদা সংস্থা হয়
২০০১	বিশ্ব শরণার্থী দিবস শুরু

আরও যা আসতে পারে

- UNHCR-এর হাইকমিশনার বারহাম সালিহ (ইরাক, সাবেক প্রেসিডেন্ট), ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- UNDP-র প্রশাসক আলেক্সান্ডার ডি ক্রু (বেলজিয়াম), ২ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও UNHCR সমঝোতা স্মারক সই করে ২০১৮ সালে।
- মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণা অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হকের, সঙ্গে অমর্ত্য সেন।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

২২তম বিসিএস: UNHCR কী, সদর দপ্তর কোথায়?

- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর, প্রতিষ্ঠা ১৯৫০; জেনেভা।
- কাজ: শরণার্থীর সুরক্ষা আর সহায়তা; ভিত্তি ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন।
- বাংলাদেশের উদাহরণ অবশ্যই দিন: কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন আর ত্রাণ।

১৩তম বিসিএস: UNCTAD-এর পূর্ণ নাম।

- United Nations Conference on Trade and Development (জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন), ১৯৬৪, জেনেভা।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাবসমূহ (UNHCR, UNCTAD, UN Women); শরণার্থী মর্যাদা বিষয়ক কনভেনশন (১৯৫১) ও প্রটোকল (১৯৬৭); অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আঞ্চলিক কমিশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

অনুচ্ছেদ ১০

মানবাধিকার: সর্বজনীন ঘোষণা আর প্রধান কনভেনশন

Human Rights: UDHR and Core Conventions

> ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮, প্যারিস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি ঘোষণা ভোটে উঠল: পক্ষে ৪৮, বিপক্ষে একটিও নয়, বিরত ৮। দেশগুলো সেদিন প্রথমবার একসঙ্গে লিখল, প্রত্যেক মানুষের কী প্রাপ্য। সেভাবেই গৃহীত হলো **সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা**, আর সেই দিনটিই এখন মানবাধিকার দিবস।

মানবাধিকার (Human Rights): জাতি, লিঙ্গ, ভাষা বা ধর্মের ভেদ ছাড়া প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য অধিকার। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা আর ধারা ১(৩)-এ এর প্রতি শ্রদ্ধার কথা আছে।

ঘোষণা (Declaration) বনাম কনভেনশন বা চুক্তি (Convention, Covenant): ঘোষণায় আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই; কনভেনশনে যোগ দিলে দেশের আইনগত দায় তৈরি হয়। সহজ কথায়, ঘোষণা প্রতিশ্রুতি, চুক্তি আইনগত দায়।

১০.১ সর্বজনীন ঘোষণা ও দুই চুক্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যা ঘটেছিল, তারপর দেশগুলো একমত হলো যে মানুষের অধিকার শুধু এক দেশের ভেতরের ব্যাপার নয়। ১৯৪৬ সালে মানবাধিকার কমিশন গড়া হয়, যার সভাপতি ছিলেন এলিনর রুজভেল্ট। কমিশনের খসড়া থেকেই এল মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR, Universal Declaration of Human Rights), ৩০টি ধারায়। কিন্তু ঘোষণা কোনো দেশকে বাধ্য করে না। তাই ঘোষণার অধিকারগুলো দুই ভাগ করে দুটি আলাদা চুক্তি লেখা হলো, যাতে সই করে দেশগুলো আইনগত দায় নেয়।

- জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা গ্রহণ করে **১৯৪৮** সালে [৪০ প্রিলি]।
- বিশ্ব মানবাধিকার দিবস **১০ ডিসেম্বর**, ঘোষণা গ্রহণের দিন [৪৩, ৩০, ২৬ প্রিলি]।
- মানবাধিকার বাস্তবায়নের দুই আন্তর্জাতিক চুক্তি সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে **১৯৬৬** সালে [২৪ প্রিলি]: নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের চুক্তি আর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চুক্তি (ICESCR)।
- প্রথমটির (ICCPR) পূর্ণরূপ **International Covenant on Civil and Political Rights** [৪৯ প্রিলি]; বাংলাদেশ এর পক্ষ।

পরীক্ষায় যা এসেছে

ICCPR-এর পূর্ণরূপ
International Covenant on Civil and Political Rights
[৪৯ প্রিলি] → পৃ. ২৯

বাংলাদেশ CEDAW-তে যোগ দেয়
৬ নভেম্বর ১৯৮৪
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ৩০

UNCAC গৃহীত
৩১ অক্টোবর ২০০৩
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ৩০

UNCAC-এর পক্ষ (৭ আগস্ট ২০২৪)
১৯১
[৪৭ প্রিলি] → পৃ. ৩০

দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন
UNCAC
[৪৪ প্রিলি] → পৃ. ৩০

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১০ ডিসেম্বর
[৪৩, ৩০, ২৬ প্রিলি] → পৃ. ২৯

সর্বজনীন ঘোষণা গৃহীত
১৯৪৮
[৪০ প্রিলি] → পৃ. ২৯

CEDAW গৃহীত
১৯৭৯
[২৬ প্রিলি] → পৃ. ২৯

মানবাধিকারের দুই চুক্তি
১৯৬৬
[২৪ প্রিলি] → পৃ. ২৯

১০.২ নারী ও শিশু

সাধারণ চুক্তিতে সবার অধিকার থাকলেও দেখা গেল, নারী আর শিশুরা বারবার পিছিয়ে পড়ছে। তাই তাদের জন্য আলাদা দুটি সনদ এল। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদকে (CEDAW, বাংলায় CEDAW) বলা হয় "নারীর অধিকারের আন্তর্জাতিক বিল"। এর দশ বছর পরে আসে শিশু অধিকার সনদ (CRC), যেখানে ১৮ বছরের কম সবাই শিশু।

- CEDAW গৃহীত হয় **১৯৭৯** সালে [২৬ প্রিলি]; ধারা ৩০টি।
- বাংলাদেশ CEDAW-তে যোগ দেয় **৬ নভেম্বর ১৯৮৪** [৪৭ প্রিলি], কয়েকটি ধারায় সংরক্ষণ রেখে। শুরুতে সংরক্ষণ ছিল ধারা ২, ১৩(ক), ১৬.১(গ) আর ১৬.১(চ)-তে। ১৯৯৭ সালে ধারা ১৩(ক) (পারিবারিক সুবিধা) আর ১৬.১(চ) (অভিভাবকত্ব) থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়। এখনো বহাল ধারা ২ (বৈষম্য দূর করার নীতি) আর ১৬.১(গ) (বিয়ে ও বিচ্ছেদে সমান অধিকার)-এর সংরক্ষণ (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- দেশগুলো CEDAW মানছে কি না, তা দেখে ২৩ সদস্যের CEDAW কমিটি, যার সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশের **সালমা খান** [১৮ প্রিলি]।
- শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৯০, সেদিনই বাংলাদেশ সই করে; অনুসমর্থন ৩ আগস্ট ১৯৯০।
- ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের স্লোগান ছিল **"নারীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখ"** (Look at the World through Women's Eyes) [২১ প্রিলি]। সেখানে গৃহীত হয় "বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা"।

বেইজিংয়ের স্লোগান
নারীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখ
[২১ প্রিলি] → পৃ. ৩০

CEDAW কমিটির বাংলাদেশি সভাপতি
সালমা খান
[১৮ প্রিলি] → পৃ. ৩০

মনে রাখুন

- ৯ ডিসেম্বর গণহত্যার শিকারদের স্মরণ দিবস ও দুর্নীতিবিরোধী দিবস, ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস।
- ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস, শিশু অধিকার সনদ গ্রহণের দিন; সনদে শিশু মানে ১৮ বছরের কম বয়সী।
- শিশু অধিকার সনদ সবচেয়ে বেশি দেশের অনুসমর্থিত মানবাধিকার চুক্তি; যুক্তরাষ্ট্র অনুসমর্থন করেনি।
- "গণহত্যা" (genocide) শব্দটি পোলিশ আইনবিদ রাফায়েল লেমকিনের তৈরি।

১০.৩ গণহত্যা ও দুর্নীতি

মানবাধিকার ঘোষণার ঠিক এক দিন আগে, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮, সাধারণ পরিষদ গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তি বিষয়ক কনভেনশন গ্রহণ করে। এতে গণহত্যা মানে কোনো জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক, বর্ণগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পুরো বা আংশিক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হত্যা বা গুরুতর ক্ষতি। গাম্বিয়ার রোহিঙ্গা মামলা এই কনভেনশনেই (আদালতের অনুচ্ছেদ দেখুন, পৃ. ১৪)। অনেক পরে, একুশ শতকে, দুর্নীতিকেও বিশ্বের সাধারণ সমস্যা ধরে একটি কনভেনশন আসে।

- জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম **UNCAC** (United Nations Convention against Corruption) [৪৪ প্রিলি]।
- UNCAC সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় **৩১ অক্টোবর ২০০৩** [৪৭ প্রিলি]; বাংলাদেশ যোগ দেয় ২০০৭ সালে।
- ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত এর পক্ষ **১৯১**টি দেশ [৪৭ প্রিলি]।

১০.৪ চুক্তি মানা হচ্ছে কি না, কারা দেখে

দেশগুলো চুক্তিতে যোগ দেওয়ার পর সেগুলো মানছে কি না, তা দেখে কারা? জাতিসংঘে এ কাজের প্রধান দুই প্রতিষ্ঠান। একটি **মানবাধিকার পরিষদ** (Human Rights Council), জেনেভায়; ২০০৬ সালে আগের মানবাধিকার কমিশনের জায়গায় গঠিত, সদস্য ৪৭, মেয়াদ ৩ বছর। আরেকটি **মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার**, পদটি গড়া হয় ১৯৯৩ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের পরে। এর বাইরে প্রতিটি প্রধান চুক্তির নিজস্ব কমিটিও আছে, যেমন নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদের (CEDAW) জন্য CEDAW কমিটি, যেখানে বাংলাদেশের প্রতিবেদনও বিবেচনা হয়।

মানবাধিকারের প্রধান দলিল আর বাংলাদেশ

দলিল	গৃহীত	কার্যকর	বাংলাদেশ কবে
ICESCR	১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬	১৯৭৬	১৯৯৮
ICCPR	১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬	১৯৭৬	২০০০
CEDAW	১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯	৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১	৬ নভেম্বর ১৯৮৪
শিশু অধিকার সনদ	২০ নভেম্বর ১৯৮৯	২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০	অনুসমর্থন ৩ আগস্ট ১৯৯০
UNCAC	৩১ অক্টোবর ২০০৩	১৪ ডিসেম্বর ২০০৫	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR)	ICCPR	ICESCR
ঘোষণা, বাধ্যতামূলক নয়	চুক্তি, বাধ্যতামূলক	চুক্তি, বাধ্যতামূলক
অধিকারের মূল তালিকা, ৩০ ধারা	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার	অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার
তিনটি মিলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল		

পরীক্ষার ফাঁদ

মানবাধিকারের তিন দলিল: কোনটি মানতে বাধ্য

বিষয়	সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR)	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (ICCPR)	অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি (ICESCR)
সাল	**১৯৪৮**	**১৯৬৬**	**১৯৬৬**
দলিলের ধরন	ঘোষণা	চুক্তি	চুক্তি
মানতে বাধ্য?	**না**	**হ্যাঁ**, যোগ দেওয়া দেশ	**হ্যাঁ**, যোগ দেওয়া দেশ

তিনটি মিলে বলা হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল। অনেকে ১৯৪৮ সালের ঘোষণাকেই বাধ্যতামূলক চুক্তি ভাবেন; বাধ্যতামূলক আসলে ১৯৬৬ সালের দুই চুক্তি।

পাশাপাশি দুই দিনের দুই দলিল

তারিখ	কী গৃহীত	এখন কোন দিবস
৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮	**গণহত্যা কনভেনশন**	গণহত্যার শিকারদের স্মরণ দিবস
১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮	**সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা**	মানবাধিকার দিবস

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৯৪৬	মানবাধিকার কমিশন, সভাপতি এলিনর রুজভেল্ট
১৯৫১	গণহত্যা কনভেনশন কার্যকর
১৯৭৫	প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, মেক্সিকো সিটি
১৯৯৩	ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন, এরপর হাইকমিশনার পদ
১৯৯৮	সর্বজনীন ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী
২০০৬	মানবাধিকার পরিষদ (১৫ মার্চ)

আরও যা আসতে পারে

- জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক (অস্ট্রিয়া), দ্বিতীয় মেয়াদ ২০৩০ পর্যন্ত (নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত)।
- এপ্রিল ২০২২ সালে সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার পরিষদে রাশিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সনদ (CRPD) গৃহীত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬; বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে ২০০৭ সালে।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৪০তম বিসিএস: CEDAW সম্পর্কে লিখুন।

- পূর্ণ নাম আর মূল কথা: নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করা; গৃহীত ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯, কার্যকর ১৯৮১, ৩০টি ধারা।
- নজরদারি: CEDAW কমিটি, সদস্য দেশ নিয়মিত প্রতিবেদন দেয়।
- বাংলাদেশ: যোগ দেয় ১৯৮৪; ধারা ২ আর ১৬(১)(গ)-তে সংরক্ষণ এখনো আছে, সরকারের দেওয়া কারণসহ এক অনুচ্ছেদ।
- শেষে গুরুত্ব আর বাস্তবায়নের বাধা, দুই-তিন বাক্যে।

২৯ ও ২৫তম বিসিএস: CEDAW সম্পর্কে লিখুন।

- ৪০তম-র কাঠামোই, তবে ছোট করে: পূর্ণ নাম, সাল, বাংলাদেশের যোগদান আর সংরক্ষণ।

২৮তম বিসিএস: শিশু অধিকার বাস্তবায়নের বাধা।

- শুরুতে শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯; বাংলাদেশ প্রথম দিকের স্বাক্ষরকারী) এক লাইনে।
- বাধাগুলো পয়েন্টে: দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, জন্মনিবন্ধনের ঘাটতি, আইনের দুর্বল প্রয়োগ।
- শেষে সমাধানের দুই-তিন প্রস্তাব।

২৫তম বিসিএস: টীকা: গণহত্যা কনভেনশন।

- গৃহীত ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮, কার্যকর ১৯৫১; গণহত্যার সংজ্ঞা (একটি জাতি, নৃগোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হত্যা ইত্যাদি)।
- সাম্প্রতিক উদাহরণ: গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলা এই কনভেনশনের আওতায়।

২১, ২০ ও ১৭তম বিসিএস: টীকা: সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা; বেইজিং নারী সম্মেলনের প্রতিপাদ্য (১৭তম)।

- ঘোষণা: ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮, প্যারিসে সাধারণ পরিষদে, ৪৮-০-৮ ভোটে; ৩০টি ধারা।
- এটি বাধ্যতামূলক চুক্তি নয়, তবু ১৯৬৬ সালের দুই চুক্তির (ICCPR, ICESCR) ভিত্তি; তিনটি মিলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল।
- বেইজিং: চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, ১৯৯৫; প্রতিপাদ্য "সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির জন্য কর্ম"।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সনদ, প্রস্তাবনা ও ধারা ১(৩); সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ২১৭ (৩); ICCPR ও ICESCR (১৯৬৬); CEDAW (১৯৭৯); শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯); গণহত্যা কনভেনশন (১৯৪৮); UNCAC (২০০৩); বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৫)।

অনুচ্ছেদ ১১

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

MDGs to SDGs

> সেপ্টেম্বর ২০০০, নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর। নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে বিশ্বনেতারা একমত হলেন, পনেরো বছরে কয়েকটি লক্ষ্য পূরণ করবেন, আর সেখান থেকে এল **৮টি** সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG)। পনেরো বছর পরে, ২০১৫ সালে, সেই পথ ধরে গৃহীত হলো আরও বড় তালিকা, **১৭টি** টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG), যা কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG, Sustainable Development Goals): ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৭০/১-এ গৃহীত বৈশ্বিক লক্ষ্যের তালিকা, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ধনী-গরিব সব দেশকে পূরণ করতে হবে। কর্মসূচিটির নাম এজেন্ডা ২০৩০ (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development)।

সহজ কথায়, ২০৩০ সাল পর্যন্ত পুরো পৃথিবীর একটি সাধারণ কাজের তালিকা।

১১.১ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (২০০০-২০১৫)

২০০০ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বসে সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন (Millennium Summit)। সেখানে ১৮৯টি সদস্য দেশ "সহস্রাব্দ ঘোষণা" গ্রহণ করে। এই ঘোষণা থেকে বেরিয়ে আসে আটটি মাপা যায় এমন লক্ষ্য, যাদের নাম সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG, Millennium Development Goals)। অগ্রগতি মাপার ভিত্তিবছর ধরা হয় ১৯৯০, আর লক্ষ্যগুলোর নিচে ছিল ২১টি টার্গেট।

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা ছিল **২০১৫** সাল [২৭ ও ২৬ প্রিলি]।
- MDG-র প্রথম লক্ষ্য **চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা** [৩৬ প্রিলি]।
- বাকি সাতটি: সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা; নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন; শিশুমৃত্যু কমানো; মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি; এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ; পরিবেশের টেকসইতা; উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

কেন হয়: MDG ছিল মূলত উন্নয়নশীল দেশের জন্য; ধনী দেশের ভূমিকা ছিল প্রধানত সাহায্যদাতার। পরিবেশ, অসমতা, শান্তি আর প্রতিষ্ঠানের কথাও ছিল সামান্য। ২০১৫ সালে সময় ফুরোলে তাই এমন লক্ষ্য দরকার হলো, যা সব দেশের জন্য আর এই বাদ পড়া বিষয়গুলোও ধরে।

১১.২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (২০১৬-২০৩০)

"টেকসই উন্নয়ন" কথাটি জনপ্রিয় হয় ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনেইরোর ধরিত্রী সম্মেলন থেকে। এর বিশ বছর পরে, ২০১২ সালের রিও+২০ সম্মেলনে (দলিল "The Future We Want") MDG-র পরের লক্ষ্য তৈরির কাজ শুরু হয়। তিন বছরের আলোচনা শেষে ২০১৫ সালে সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে নতুন লক্ষ্যের তালিকা। এর মূলনীতি "কাউকে পেছনে ফেলে নয়" (Leave No One Behind)।

- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য **১৭টি** [৪৩, ৪২, ৪০ প্রিলি]; টার্গেট ১৬৯টি, সূচক (indicator) ২৩৪টি (২০২৫ সালের পর্যালোচনার পর; আগে ২৩১)।

পরীক্ষায় যা এসেছে

SDG অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
অংশীদারিত্ব
[৪৮ প্রিলি] → পৃ. ৩৪

SDG-র চতুর্থ লক্ষ্য
মানসম্মত শিক্ষা
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ৩৪

দারিদ্র্য অর্ধেকে নামানোর টার্গেট
১.২
[৪৬ প্রিলি] → পৃ. ৩৪

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য কয়টি
১৭
[৪৩, ৪২, ৪০ প্রিলি] → পৃ. ৩৩

MDG-র অন্যতম লক্ষ্য
ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর
[৩৬ প্রিলি] → পৃ. ৩৩

MDG-র সময়সীমা
২০১৫
[২৭ ও ২৬ প্রিলি] → পৃ. ৩৩

মনে রাখুন

- SDG-র পাঁচ ক্ষেত্র, ইংরেজিতে পাঁচ P: মানুষ (People), পৃথিবী (Planet), সমৃদ্ধি (Prosperity), শান্তি (Peace), অংশীদারিত্ব (Partnership)।
- সংখ্যার সিঁড়ি: ৮ থেকে ১৭, ২১ থেকে ১৬৯।
- এক নম্বর, দুই বিষয়: MDG-র লক্ষ্য ৪ শিশুমৃত্যু কমানো, SDG-র লক্ষ্য ৪ মানসম্মত শিক্ষা।

SDG, জাতিসংঘ সনদ আর বাংলাদেশের সংবিধান একই সুতোয়: সনদের ধারা ৫৫ জীবনমান, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সহযোগিতার কথা বলে; সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে মৌলিক প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১৫), অবৈতনিক শিক্ষা (১৭), জনস্বাস্থ্য (১৮) আর পরিবেশ রক্ষা (১৮ক)।

- বাস্তবায়ন শুরু ১ জানুয়ারি ২০১৬, সময়কাল ২০১৬-২০৩০।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের চতুর্থ লক্ষ্য **মানসম্মত শিক্ষা** [৪৬ প্রিলি]।
- লক্ষ্য ১-এর টার্গেট ১.১ হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সবখানে চরম দারিদ্র্য নির্মূল। আর জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুর অনুপাত অন্তত অর্ধেকে নামানো হলো টার্গেট **১.২** [৪৬ প্রিলি]।
- শেষ লক্ষ্যটি অন্য সব লক্ষ্য অর্জনের উপায়, তাই SDG অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয় **অংশীদারিত্বকে** (লক্ষ্য ১৭) [৪৮ প্রিলি]।
- IFAD যে লক্ষ্য ১ ও ২ নিয়ে কাজ করে, তা বিশেষায়িত সংস্থার অনুচ্ছেদে আছে, পৃ. ১৯।

১১.৩ বাংলাদেশ

MDG-র সময়ে বাংলাদেশ কয়েকটি লক্ষ্যে ভালো এগিয়েছিল, আর SDG-কে নিজের পরিকল্পনার ভেতরে নিয়ে এসেছে।

- শিশুমৃত্যু কমানোর লক্ষ্যে (MDG ৪) অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ ২০১০ সালে জাতিসংঘের MDG পুরস্কার পায়; প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তিতে ছেলে-মেয়ের সমতাও অর্জিত হয়।
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; সপ্তম পরিকল্পনা থেকে এগুলো SDG-র সঙ্গে মিলিয়ে করা।
- অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ।

টেকসই উন্নয়নের ১৭ লক্ষ্য (SDG) আর কোন লক্ষ্যে জাতিসংঘের কোন সংস্থা মূলত কাজ করে

নম্বর	লক্ষ্য	প্রধান জাতিসংঘ সংস্থা
১	দারিদ্র্য বিলোপ	UNDP, বিশ্বব্যাংক
২	ক্ষুধামুক্তি	FAO, WFP, IFAD
৩	সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	WHO
৪	মানসম্মত শিক্ষা	UNESCO, UNICEF
৫	লিঙ্গসমতা	UN Women
৬	নিরাপদ পানি ও পয়োনিষ্কাশন	UNICEF, WHO
৭	সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি	UNDP, বিশ্বব্যাংক
৮	শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	ILO
৯	শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	UNIDO, ITU
১০	অসমতা হ্রাস	UNDP
১১	টেকসই নগর ও জনপদ	UN-Habitat
১২	পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন	UNEP
১৩	জলবায়ু কার্যক্রম	UNFCCC, UNEP, WMO
১৪	জলজ জীবন	UNEP, FAO, IMO
১৫	স্থলজ জীবন	UNEP, FAO
১৬	শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান	UNDP, UNODC
১৭	লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব	UNCTAD, UNDP

লিয়ানা বুকস

	MDG	SDG
সময়	২০০০-২০১৫	২০১৬-২০৩০
সংখ্যা	৮ লক্ষ্য, ২১ টার্গেট	১৭ লক্ষ্য, ১৬৯ টার্গেট
কার জন্য	মূলত উন্নয়নশীল দেশ	ধনী-গরিব সব দেশ
জোর	দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য	সঙ্গে পরিবেশ, অসমতা, শান্তি, প্রতিষ্ঠান

পরীক্ষার ফাঁদ

বিষয়	MDG	SDG
লক্ষ্য	**৮**	**১৭**
টার্গেট	২১	**১৬৯**
সাল	২০০০	গৃহীত **২০১৫**, কার্যকর ১ জানুয়ারি ২০১৬
লক্ষ্য ৪	**শিশুমৃত্যু কমানো**	**মানসম্মত শিক্ষা**
অংশীদারিত্ব	লক্ষ্য **৮**	লক্ষ্য **১৭**

SDG-র সূচক ২৩৪ (২০২৫ থেকে); ১৬৯ সংখ্যাটি লক্ষ্যের নয়, টার্গেটের।

মনে রাখার সাল

সাল	ঘটনা
১৯৯০	MDG-র ভিত্তিবছর
১৯৯২	রিওর ধরিত্রী সম্মেলন
২০০০	সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন
২০১০	বাংলাদেশের MDG পুরস্কার
২০১২	রিও+২০
২০১৫	MDG-র সময় শেষ, SDG গৃহীত
২০১৭	বাংলাদেশের প্রথম স্বেচ্ছা জাতীয় পর্যালোচনা
২০৩০	SDG-র সময়সীমা

আরও যা আসতে পারে

- SDG-র অগ্রগতি দেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম (HLPF)।
- দেশগুলো এই ফোরামে স্বেচ্ছা জাতীয় পর্যালোচনা (VNR) জমা দেয়; বাংলাদেশ প্রথমবার দেয় ২০১৭ সালে।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা লক্ষ্য ৫, জলবায়ু কার্যক্রম লক্ষ্য ১৩, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি লক্ষ্য ৭।

বিসিএস রিটেন প্রশ্ন

৩৭তম বিসিএস: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG) ধারণা।

- শুরুতে সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন (সেপ্টেম্বর ২০০০, নিউইয়র্ক, ১৮৯ দেশ) থেকে MDG: ৮ লক্ষ্য, ২০১৫ পর্যন্ত।
- কেন SDG লাগল: MDG ছিল মূলত উন্নয়নশীল দেশের, পরিবেশ আর অসমতা সেখানে কম ছিল।
- SDG: ১৭ লক্ষ্য, ১৬৯ টার্গেট, ২০১৬-২০৩০, "কাউকে পেছনে ফেলে নয়" আর পাঁচ P।

- শেষে বাংলাদেশ: MDG-তে শিশুমৃত্যু কমানোর পুরস্কার (২০১০), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় SDG; এক বাক্যে মূল্যায়ন।

৩২তম বিসিএস: MDG-র ধারণা ও বাংলাদেশের অগ্রগতি।

- ৮ লক্ষ্যের নাম (নিচের প্রশ্নে তালিকা), ২০১৫ পর্যন্ত।
- বাংলাদেশের সাফল্য: শিশুমৃত্যু কমানো, প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের সমতা; পিছিয়ে থাকা দিকও এক লাইনে।

৩১তম বিসিএস: MDG-র লক্ষ্যগুলো।

- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা, শিশুমৃত্যু কমানো, মাতৃস্বাস্থ্য, এইচআইভি-ম্যালেরিয়া রোধ, পরিবেশের টেকসই রূপ, উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারত্ব।

২২তম বিসিএস: টীকা: সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন।

- সেপ্টেম্বর ২০০০, নিউইয়র্কে, ১৮৯ দেশ সহস্রাব্দ ঘোষণা গ্রহণ করে, যেখান থেকে MDG।

তথ্যসূত্র: জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা (২০০০); সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৭০/১ (২০১৫); রিও+২০ সম্মেলনের দলিল "The Future We Want" (২০১২); পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের SDG অগ্রগতি প্রতিবেদন।

লিয়ানা বুকস